দৈনিক ইত্তেফাক

12

তারিখ 11 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতি মাসে সরকারী তহবিল হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া নেওয়ার অভিযোগ বহু পুরাতন। অবশেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় এবং সম্ভাব্য ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ মতে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্ধ শতাধিক নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কথিত এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন অবকাঠামোগত অস্তিত্ব নাই। নাই ছাত্র-শিক্ষকেরও অস্তিত্ব। অথচ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, জেলা শিক্ষা অফিস, ডিজি অফিস প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের খাতাপত্রে এইসব 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রহিয়াছে। এই সুবাদে ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুয়া কর্মকর্তারা ভুয়া কাগজপত্র প্রদর্শন করিয়া মাসে মাসে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ–তথা অনুদান উত্তোলন করিয়া নিতেছে। এই জাল জুয়াচুরি সম্পর্কে কানাঘুষা দীর্ঘদিন ধরিয়াই শোনা যাইতেছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে পত্রিকায় রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বা ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চিহ্নিত করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। অতএব এবার যে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে ইহাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে কেবল শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের নিয়া। কমিটি তাহাদের নিজস্ব সংগঠনের স্থানীয় শাখাগুলির মাধ্যমে ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করিবে। এমতাবস্থায় সংগত কারণেই প্রশ্ন আসিয়া যায় যে, শুধুমাত্র শিক্ষক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত তদন্ত কমিটি কতটা নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্তভাবে তদন্ত কাজ চালাইতে পারিবে? ইহা তো অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভুয়া কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশন আদায় হইতে শুরু করিয়া সরকারী অনুদানের টাকা উত্তোলনের মত ঘটনা নিছক দুর্নীতির সাহায্যে বা অবৈধ অর্থের লেনদেনের সাহায্যে ঘটানো সম্ভব নয়। এত বড় মাপের দুর্নীতি করিতে হইলে যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাব-প্রতিপত্তিরও প্রয়োজন পড়ে। পত্রিকার খবর মতে, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ আত্মসাৎকারীদের সহিত শিক্ষা বোর্ড, ডিজি অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস ব্যানবেইজ, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস এবং এমনকি অডিট এণ্ড ইন্সপেকশন অধিদপ্তরের একটি চক্রও জড়িত রহিয়াছে। তদন্তকারীরা এই চক্র ভেদে সমর্থ হইবেন কিনা সে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাই আমরা মনে করি, এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি আরও ব্যাপকভিত্তিক বা ব্রড বেজড হইলে ভাল হইত। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায়ও এই ধরনের ভুয়া প্রতিষ্ঠান বাবদ প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের কথা শোনা যায়। শুধু শোনা যায় নয়, ইহা সত্যও বটে। দুর্ভাগ্য ইহাই যে, জানিয়া শুনিয়াও এইসব দুর্নীতি ও প্রতারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসা হইতেছে।

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারী অর্থ আত্মসাতের ফলে যে প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হইতেছে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহার চাইতে বড় কথা, সরকারী বা বেসরকারী কোন পর্যায়েই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাই ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করিয়া সেগুলির সৃজনের পিছনে যে সকল বেসরকারী এবং সরকারী চক্র জড়িত রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রভাবশালী বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রশ্রয় অথবা অদক্ষতা ছাড়া কোন চক্রের পক্ষেই ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃজনের মত দুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। যাহা হউক, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃজিত হইলেও সেগুলি যেন দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়া অর্থ আত্মসাতের ব্যবসা চালাইয়া যাইতে না পারে সেজন্য স্কুল-কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে। আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা হইতেছে, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ আত্মসাতের সমস্যাটি মোকাবিলার ক্ষেত্রে কঠোরতম দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।